সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)
কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

১১ মার্চ ২০২২

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র খেলাফতকালে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ও তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র জীবনে সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্ম এটাই ছিল; খেলাফত নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম উম্মতকে সম্মতির সহিত ঐক্যবদ্ধের শেকলে গ্রথিত করা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র খেলাফতকালে তাঁকে যেরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে; তার বর্ণনা চলছিল। সেসবগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিরূপ পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, তা ছিল আঁহযরত (সাঃ)এর বিয়োগ-যন্ত্রণা। এটা ছিল প্রথম স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ সেই সময়; যখন সমস্ত সাহাবাকেরাম অতীব দূঃখে উন্মাদ-সম হয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) তো মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান; বলেন, যে কেউ বলবে যে মুহাম্মদ (সাঃ) মারা গেছেন, আমি তার মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করে দেব। ঠিক সে সময়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন; তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ) এর এবাদত করত; সে শুনে নাও যে মুহাম্মদ (সাঃ)এর মৃত্যু হয়েছে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কে ভালবাসত সে খুশী হয়ে যাও এই ভেবে যে আল্লাহ্তাআলা জীবিত আছেন এবং তিনি কখনো মারা যাবেন না। আঁহযরত (সাঃ)এর সহিত হযরত আবুবকর (রাঃ)'র অতীব সুমধুর সম্পর্ক ছিল; তথাপিও তিনি (রাঃ) সাহাবাদেরকে একত্ববাদের পাঠ পড়ান। অসম সাহস তথা বিবেকের সহিত তিনি সাহাবীদেরকে সান্তনা দেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন ঃ কিছু সাহাবীদের অন্তরে আঁহযরত (সাঃ)এর জীবনের ব্যাপারে যে বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল; হযরত আবুবকর (রাঃ) এক সার্বজনিক সভায় কুরআন করীমের কিছু আয়াতের উক্তি তুলে ধরে সেই বিভ্রান্তির দূরীকরণ করেন।

দ্বিতীয় বড় কাজ যা তিনি (রাঃ) করেছেন তা হল; খেলাফত নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম উম্মতকে সম্মতির সহিত ঐক্যবদ্ধের শেকলে গ্রথিত করা। নবীকরীম (সাঃ)এর মৃত্যুর পর বড় একটি শঙ্কার উদ্ভব হয়, সাকীফা বনু সাআদায় আনসারদের প্রথম ইজতেমায়। আনসারগণ কোন অবস্থাতেই মুহাজীরদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের সমর্থনে ছিলেন না। ঠিক সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে আল্লাহ্তাআলা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বক্তৃতায় এমন প্রভাব সৃষ্টি করেন যে, বিভেদ-মতভেদের ভঙ্গুর পরিস্থিতি আন্তরিকতা এবং ঐক্যে পরিবর্তিত হয়।

তৃতীয় বড় সমস্যা যার সমাধান হযরত আবুবকর (রাঃ) তাৎক্ষনিকভাবে কার্যকর করেছিলেন; তা হল, হযরত উসামা (রাঃ)'র অধ্যক্ষতায় সেনা পাঠানোর বিষয়ে। এ সৈন্যবাহিনী সিরিয়ায় রোমিওদের সহিত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তৈরী করেছিলেন। এ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব হযরত উসামা (রাঃ)'র হাতে অর্পনপূর্বক রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) কে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দান করেন। এরূপভাবেই তিনি (সাঃ) নিজ পবিত্র হাতে একটি পতাকাও বেঁধেছিলেন। এ সেনাবাহিনীতে হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) ও অন্যান্য বড় বড়

সাহাবীগণ ছিলেন। যখন কেউ কেউ এ ধরনের সমালোচনা করে যে, এ ছেলেকে মহান মুহাজির সাহাবীদের আমীর করা হয়েছে; তো রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত নারাজ হয়েছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) যখন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন অন্তিম শয্যায় অসুস্থ ছিলেন। হুযুর আকরাম (সাঃ)এর মৃত্যুর সংবাদে এ সৈন্যবাহিনী **জুর্ফ য়াজী খশ্ব** নামক স্থান হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। এরপর সকল মুসলিমগণ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বয়আত করলে; তিনি (রাঃ) নির্দেশ-পূর্বক বলেন যে উসামা-বাহিনীর যাত্রা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। আরো বলেন; উসামা বাহিনীর কোন ব্যক্তি যেন মদীনায় অবশিষ্ট না থাকে। এ সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যা তিন হাজার ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে; অন্য এক বর্ণনা মতে এই সৈন্যসংখ্যা সাত'শ বলে অবিহিত করা হয়েছে। হুযুর (সাঃ)এর মৃত্যুর পরে যেখানে আরব গোত্রদের মধ্যে ইসলামের প্রতি বিমুখতা তথা বিদ্রোহ প্রসার হতে থাকে; অন্যদিকে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরাও নিজেদের গর্দান উঁচু করে আগত পরিস্থিতি আঁচ করতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে এ সৈন্যবাহিনী না পাঠানোর পরামর্শ দেয়া হয়। এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ) খোদার কসম খেয়ে বলেন; যদি আমার এরূপ বিশ্বাস হয় যে, জঙলী পশু আমাকে খেয়ে ফেলবে; তথাপিও আমি উসামা-বাহিনীর বিষয়ে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তকে প্রযোজ্য করব।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) উসামার সৈন্যবাহিনীকে পাঠানোর বিষয়ে বলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন; তোমরা এটাই চাও—— যে সৈন্যবাহিনী রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং তৈরী করে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যুর পরে আবু কাহাফার পুত্র সর্বাগ্রে সেই সৈন্যবাহিনীকে যেতে না দিক? খোদার কসম! যদি শত্রুসৈন্য মদীনার অভ্যন্তরে চলে আসে তথা কুকুরে মুসলিম মহিলার লাশ টেনে নিয়ে বেড়ায়; তথাপিও এ সৈন্যবাহিনীকে আমি যেতে বাধা দেব না। এতবড় সাহস ও নির্ভয়তা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মাঝে একারণেই তৈরী হয়েছিল যে, আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন ঃ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ যেমনটি বিদ্যুতের সহিত হালকা কোন তার ছুঁয়ে গেলে তার মাঝে বিশাল শক্তির সঞ্চার ঘটে; অনুরূপভাবে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সঙ্গতের পরিণাম স্বরূপ মুহাম্মদ (সাঃ)এর অনুসরনকারীরা أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ একথার সত্যায়নকারী হয়ে যায়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) উসামার নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর ব্যাপারে **'সির্‌রুলখিলাফ'** নামক পুস্তকে বলেন যে, যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যু হয় এবং এ সংবাদ মক্কার গভর্নর আতাব বিন উসাইদ এর নিকট পৌঁছে; তখন আতাব লুকিয়ে যায় এবং মক্কা কাঁপতে থাকে; সেময়ে এরুপও সম্ভব ছিল যে মক্কা নিবাসীরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়।

এরূপ পরিস্থিতিতে লোকেরা হযরত উমর (রাঃ)'র নিকট নিবেদন করে যে, তিনি যেন হযরত আবুবকর (রাঃ) কে বুঝিয়ে হযরত উসামা-বাহিনীর যাত্রা স্থগিত করেন; অথবা যদি সৈনাবাহিনী পাঠানোই হয়, তবে হযরত উসামার পরিবর্তে কোন অধিক বয়সী আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রাঃ) যখন এ পরামর্শ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সমীপে নিবেদন করেন; তখন তিনি (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)'র দাড়ি ধরে নেন এবং বলেন; হে ইবনে খাত্তাব! তুমি কি চাও যে তোমার মা সন্তানহারা হোক? রসুলে করীম (সাঃ) তাঁকে স্বয়ং আমীর নিযুক্ত করেছেন, আর তুমি আমাকে বলছ যে, আমি যেন তাকে পদচ্যুত করি?

এ সৈন্যবাহিনীর গমন দৃশ্যও অতীব অদ্ভূত প্রকৃতির ছিল। যাত্রাকালে হযরত উসামা (রাঃ) বাহনে সওয়ার ছিলেন। যখন হযরত আবুবকর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উসামাকে বলেন, যদি আপনি উচিৎ মনে করেন তবে হযরত উমর (রাঃ) কে আমার কাজে সহযোগিতার জন্য ছেড়ে দিন; একথায় হযরত উসামা (রাঃ) অনুমতি প্রদান

করেন। এর পরে হযরত উমর (রাঃ) যখনই হযরত উসামা (রাঃ)'র সহিত দেখা করতেন তখন বলতেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ

হযরত আবুবকর (রাঃ) উসামার সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় সম্বোধনপূর্বক বলেন; আমি আপনাকে দশটি উপদেশ দিতে চাই। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি করবেন না। ওয়াদাখেলাফী করবেন না। কোন লাশকে দলিত করবেন না। কোন ছোট বাচ্চা, মহিলা অথবা বৃদ্ধকে হত্যা করবেন না। কোন ফলদার বৃক্ষ কাটবেন না। কোন ছাগল, গায় অথবা উঁটকে খাওয়ার অতিরিক্ত হত্যা করবেন না। চার্চের নিযুক্ত সন্যাসিদের ছেড়ে দেবেন। যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে খাওয়ার জন্য কিছু দেয়; তাহলে বিসমিল্লাহ্ পড়ে তা খাবেন। এরূপ ব্যক্তি, যে তার মাথার মধ্য অংশ ন্যাড়া রাখে আর চতুর্দিকে গোলাকার পট্টি আকারে চুল রাখে তাকে ছাড়বেন না; এরূপ লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কানি দেয় অথবা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়।

হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) কে বলেন; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আপনাকে যে কাজ করার উপদেশাবলী দিয়েছিলেন; তা অবশ্যই পালন করবেন। এ সৈন্যবাহিনী রবিউল আওয়াল মাসের শেষে গমন করেছিল তথা ২০ রাত্রির যাত্রা শেষে তাঁরা মাথা ন্যাড়া ও গোলাকৃতি চুলধারীদের ওপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালায় ও তাদের পূর্বকৃত অত্যাচারের বদলা নিতে সফলতা লাভ করে। এ যুদ্ধে অত্যধিক হারে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে উসামা বাহিনী যখন মদিনায় ফিরে আসেন; হযরত আবুবকর (রাঃ) মুহাজীরগণ তথা মদীনাবাসীদের সহিত উসামার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসেন।

উসামার সৈন্যবাহিনীর সফলতার ফল সুদূরপ্রসারী সাব্যাস্ত হয়। এমতাবস্থায় সকলে এটা উপলব্ধি করে যে, খলিফার সিদ্ধান্ত কতটা সময়োপযোগী তথা লাভকারী; তাছাড়া তারা এটাও উপলব্ধি করতে পারে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) অতীব দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিবেকবান ব্যক্তি। আরবীয় গোত্রের ওপরে মুসলমানদের প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। আরবীয় সীমার ওপরে বিদেশী শক্তির অপদৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রভাব বাধাসৃষ্টি করে। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক **স্যর থমাস বাকর আর্নাল্ড** লেখেন যে, মুসলিম বাহিনীর সর্ববৃহৎ এবং ভব্য অভিযানগুলির মধ্যে এটা ছিল প্রথম অভিযান; যার দ্বারা মুসলিম বাহিনী সিরিয়া, ইরান তথা উত্তর আফ্রিকার ওপরে বিজয়প্রাপ্ত হয় ও পুরাতন ফরাসী শাসনকে বিনষ্ট করে এবং রোমীয় শাসনের করতল থেকে তাদের সর্বোত্তম রাজ্যকে স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হয়।

আর একটি চ্যালেঞ্জ যা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সামনে উপস্থিত হয়; তা ছিল জাকাতের সম্পদ দানে বিরত হওয়া বা জাকাত দিতে অস্বীকৃতিমূলক বিদ্রোহ। ইসলাম থেকে বিমুখতার বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এক অবস্থা এরকম হয়েছিল যে, লোকেরা ইসলামের ওপরে তো প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু জাকাত খলিফার দরবারে প্রদান যে অনিবার্য; তা থেকে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় বড় বড় সাহাবীদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন; হে আল্লাহ্! যদি জাকাত দিতে অস্বীকৃত লোকেরা জাকাতের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের সামান্যতমও দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা হুযুর (সাঃ)এর যুগে প্রদান করত, তাহলে আমি তাদের সহিত যুদ্ধ করব।

জাকাতে অস্বীকারকারীদের ব্যবহার, তাদের সহিত সংগ্রাম তথা তার পরিণামের বর্ণনা আগামীতে বর্ণিত হবে; একথা বলে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আজ পূনরায় বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সকলের নিকট দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। খোদাতাআলা দুপক্ষের শাসকদলের জ্ঞান দান করুন তথা এরা যেন মানবতার খুন করা থেকে বিরত হয়। মুসলমানদেরও এ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যে কিভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে; অথচ মুসলমানরা এক

কলেমা পাঠকারী হয়েও কখনো ঐক্যবদ্ধ হয় না। তারা একটি দেশ ধ্বংস করেছে, ইরাককে নষ্ট করেছে, সিরিয়া নষ্ট করেছে, ইয়েমেনের বিনাশ হচ্ছে তথা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বাইরের লোকেদের দ্বারা বিনাশ করাচ্ছে এবং নিজেরাও করছে। অন্ততঃপক্ষে মুসলমানদেরকে এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ। আল্লাহ্‌তাআলা মুসলিম জাতির প্রতি দয়া করুন; মুসলমানদের প্রতি রহম করুন; উম্মতে মুসলিমার প্রতি কৃপা করুন; এটা তখনই সম্ভব, যখন এ লোকেরা যুগ ইমামকে মান্য করবে। কেননা এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌তাআলা এযুগে তাঁকে আবির্ভূত করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা সকলের সদ্বুদ্ধি দান করুন। সেই সঙ্গে যেখানে নিজেদের জন্য দোয়া করুন সেখানে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এই দোয়া করুন যে, তারা যেন নিজেদের সামগ্রী নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিকারী না হয় বরঞ্চ বিশ্বযুদ্ধের রদ্‌কারী হয়।

খুৎবার অন্তিম পর্যায়ে হুযুর আনোয়ার (আইঃ), লাহোর নিবাসী জাফর ইকবাল হাশমী সাহেবের সহধর্মিনী মোহতরমা মরহুমা সৈয়দা কৈসরা জাফর হাশমী সাহেবার সচ্চরিত্রবান ও ইমানোদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করেন তথা গায়েবানা জানাযার নামায পড়ানোর ঘোষণা করেন। মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সাহাবী হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আলী বুখারী সাহেবের পৌত্রী ছিলেন। মরহুমা জামাআতের সেবাকারী, নামায-রোজার নিয়মিত আদায়কারী, দোয়াকারী, আতিথ্যপরায়ণ, স্বল্পতুষ্টা এবং কৃতজ্ঞতা সম্পন্না মহিলা ছিলেন। মরহুমার মৃত্যু পরবর্তী পরিবারে স্বামী ছাড়াও পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রয়েছেন। মরহুমার এক পুত্র মাহমুদ ইকবাল হাশমী সাহেব লাহোর জেলে ধর্ম-রক্ষার (অসীর রাহে মওলা) কারণে বন্দী রয়েছেন। মায়ের মৃত্যুতে তাঁকে জেল থেকে আসতে দেয়া হয়নি; কিন্তু জেল কতৃপক্ষ মায়ের মৃতদেহ জেলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অন্তিম দর্শন করিয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর জেল থেকে মুক্তির উপকরণ শীঘ্র সৃষ্টি করুন; আমিন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুমার প্রতি ক্ষমা তথা বিদেহী আত্মার উচ্চমার্গের জন্য দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

11 MARCH 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in